ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০২১

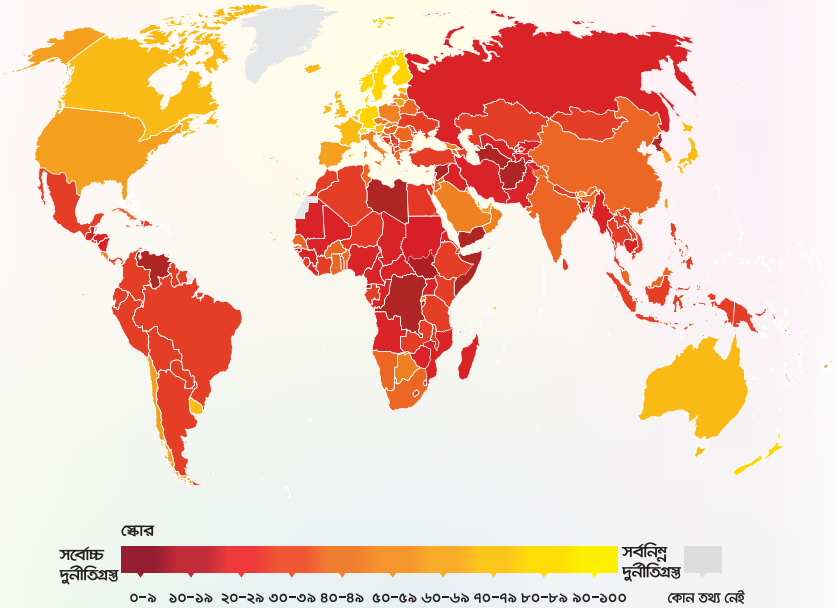

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০২১

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (করাপশন পারসেপশনস্ ইনডেক্স বা সিপিআই) ২০২১ অনুযায়ী ০-১০০ স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২৬, যা ২০২০ এর তুলনায় অপরিবর্তিত রয়েছে। তালিকায় সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্তির ক্রম অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৭তম, যা ২০২০ এর তুলনায় একধাপ নিচে। আর সর্বনিম্ন স্কোরের হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ২০২০ এর তুলনায় এক ধাপ উপরে ১৩তম। সূচকে ৮৮ স্কোর পেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে যৌথভাবে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে যথাক্রমে ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। ৮৫ পয়েন্ট পেয়ে যৌথভাবে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর, সুইডেন ও নরওয়ে এবং ৮৪ স্কোর পেয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড। আর ১১ স্কোর পেয়ে ২০২১ সালে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান করছে দক্ষিণ সুদান। ১৩ স্কোর পেয়ে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিরিয়া ও সোমালিয়া এবং ১৪ স্কোর পেয়ে তৃতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে ভেনেজুয়েলা।

** ফিজি তালিকায় নতুন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে*

সিপিআই ২০২১: বাংলাদেশ

সিপিআই ২০২১ অনুযায়ী টানা চতুর্থবারের মত বাংলাদেশের স্কোর ২৬; যা সিপিআই ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ এর অনুরূপ। তালিকার সর্বনিম্ন থেকে গণনা অনুযায়ী সিপিআই ২০২০ এর তুলনায় একধাপ এগিয়ে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম এবং সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী ২০২০ এর তুলনায় একধাপ পিছিয়ে ১৪৭তম। এবছর একই স্কোর পেয়ে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে ১৩তম অবস্থানে রয়েছে মাদাগাস্কার ও মোজাম্বিক। বাংলাদেশ এবারও আফগানিস্তানের পর দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে।

- দক্ষিণ এশিয়ায় ১৬ স্কোর পেয়ে সর্বনিম্ন অবস্থানে আফগানিস্তান।
- বাংলাদেশ এশিয়ায় তৃতীয় সর্বনিম্ন ও দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর ও অবস্থানে রয়েছে।

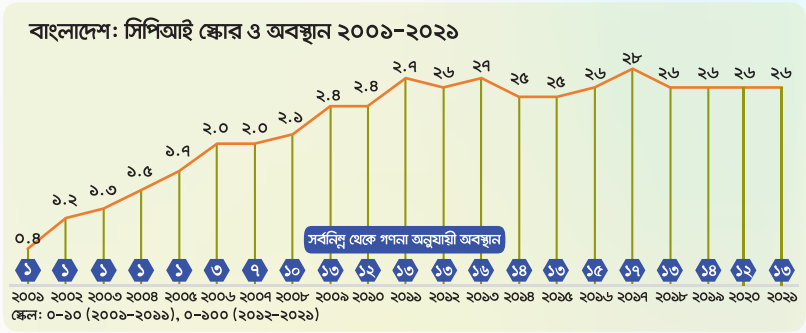

সূচক অনুযায়ী ২০২১ সালে বাংলাদেশের অবস্থান সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

সিপিআই ২০২১ অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪৩। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের স্কোর ২৬ হওয়ায় দুর্নীতির ব্যাপকতা এখনো উদ্বেগজনক বলে প্রতীয়মান হয়। দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে 'বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতি করে' এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সর্বোপরি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী মাত্র। ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি এবং তা প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবেনা।

সূচক অনুযায়ী ২০১২-২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

গত এক দশকে সিপিআই সূচকের বিশ্লেষণ বলছে, সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থান ২০১২ সালে যা ছিলো দশ বছর পরও একই রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান স্কোর ২৬/১০০, নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান ১৩তম, যেটি ২০১২ সালের অনুরূপ। শেষ দশ বছরে বাংলাদেশের স্কোর ঘুরেফিরে ২৫ থেকে ২৮ এর মধ্যেই রয়ে গেছে। এরমধ্যে টানা চার বছরসহ মোট ছয়বার বাংলাদেশের স্কোর ছিলো ২৬, দুইবার ২৫ এবং একবার করে ২৭ ও ২৮। আর গত দশ বছরে নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান সর্বোচ্চ চারবার ১৩তম, দুইবার ১৪তম এবং একবার করে ১২, ১৫, ১৬ ও ১৭তম; যা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের সার্বিক কোন অগ্রগতি যেমন নির্দেশ করে না, তেমনি দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে অস্বস্তিকর স্থবিরতার প্রমান দেয় । এমনকি গত কয়েক বছর যাবৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর শূণ্য সহনশীলতার অঙ্গীকারসহ সরকারের দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন পর্যায়ের ঘোষণা স্বত্ত্বেও উল্লিখিত এক দশকে আমাদের এই নিম্ন স্কোর ও অবস্থান প্রমাণ করে যে, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও কাঠামোগত দূর্বলতায় বাংলাদেশের অবস্থানের কোন উন্নতি হচ্ছে না।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের তুলনা

২০২১ সালের সিপিআই অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় শুধুমাত্র ভুটান তালিকার প্রথম সারিতে ২৫তম স্থান পেয়েছে, যদিও এ অঞ্চলের আটটি দেশই ২০২০ এর তুলনায় এবার অধিক স্কোর অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ভুটান, ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের স্কোর অপরিবর্তিত থাকলেও মালদ্বীপ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও আফগানিস্তানের স্কোর অবনমন হয়েছে। আর উচ্চক্রম অনুযায়ী অবস্থানের দিক থেকে একমাত্র ভারতের এক ধাপ উন্নতি হয়েছে এবং নেপালের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। অবশিষ্ট দেশগুলোর প্রতিটিরই অবস্থানের অবনমন হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি অবনমন হয়েছে পাকিস্তানের ১৬ ধাপ, মালদ্বীপের ১০ ধাপ, আফগানিস্তানের ৯ ধাপ ও শ্রীলঙ্কার ৮ ধাপ।

সূচক অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দুর্নীতির মাত্রা সবচেয়ে কম ভুটানে। দেশটির স্কোর ৬৮, যা ২০২০ সালের সমান; যদিও উচ্চক্রম অনুযায়ী সূচকে দেশটির অবস্থান গতবারের তুলনায় এক ধাপ অবনমন হয়ে ২৫। এরপর মালদ্বীপ গতবারের তুলনায় ৩ পয়েন্ট কম পেয়ে ৪০ স্কোর করেছে এবং উচ্চক্রম অনুযায়ী ১০ ধাপ অবনমন হয়ে ৮৫তম অবস্থানে রয়েছে। ভারতের স্কোর অপরিবর্তিত থেকে গতবারের সমান ৪০ হলেও, উচ্চক্রম অনুযায়ী একধাপ উন্নতি হয়ে দেশটি ৮৫তম অবস্থানে উঠে এসেছে। এরপরে শ্রীলংকা গতবারের তুলনায় ১ পয়েন্ট কমে ৩৭ স্কোর করেছে এবং উচ্চক্রম অনুযায়ী ৮ ধাপ অবনমন হয়ে ১০২তম অবস্থানে রয়েছে। আর নেপালের স্কোর ৩৩ এবং অবস্থান ১১৭, যা ২০২০ সালের তুলনায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এরপর পাকিস্তান গতবারের তুলনায় ৩ পয়েন্ট কম পেয়ে ২৮ স্কোর করেছে এবং উচ্চক্রম অনুযায়ী ১৬ ধাপ অবনমন হয়ে ১৪০তম অবস্থানে রয়েছে। আর অপরিবর্তিত ২৬ স্কোর নিয়ে এবং উচ্চক্রম অনুযায়ী গতবারের তুলনায় ১ ধাপ অবনমন হয়ে ১৪৭তম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। সবশেষ, ২০২০ এর চেয়ে ৩ পয়েন্ট কমে ১৬ স্কোর নিয়ে উচ্চক্রম অনুযায়ী ১৭৪তম অবস্থানে নেমে গেছে আফগানিস্তান, অর্থাৎ অবনমন হয়েছে ৯ ধাপ।

স্কোর অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের অবস্থান

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) কী ?

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রতি বছর সিপিআই (করাপশন পারসেপশনস্ ইনডেক্স বা দুর্নীতির ধারণা সূচক) প্রকাশের মাধ্যমে দুর্নীতির বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। সিপিআই-এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট দেশকে ০ (উচ্চ মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত) থেকে ১০০ (কম মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত) এর স্কেলে পরিমাপ করে সেই স্কোরের মাধ্যমে দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়।

সিপিআই নিরূপণ পদ্ধতি

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার' (abuse of public office for private gain)। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয় তার মাধ্যমে সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সর্বনিম্ন ৩টি ও সর্বোচ্চ ১০টি (অঞ্চল ও দেশভেদে জরিপের লভ্যতার উপর নির্ভর করে) জরিপের সমন্বিত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সিপিআই প্রণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক, যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে। জরিপগুলোতে মূলত ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্টখাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে। সিপিআই নির্ণয়কালে জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ মান এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসৃত হয়। সূচক নির্ণয়ে অনুসৃত জরিপ ও গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.transparency.org/cpi

সিপিআই নির্ণয় পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজীকরণের জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) ২০১২ সাল থেকে নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত ০-১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সাল থেকে ০-১০০ এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের '০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বোচ্চ এবং '১০০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন বা সর্বাধিক সুশাসিত বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না। উল্লেখ্য, সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই-এ শতভাগ স্কোর পায়নি, অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন এমন দেশগুলোতেও কম মাত্রায় হলেও দুর্নীতি বিরাজ করে।

সিপিআই ২০২১ এর জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৮টি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো হলো:

সূচকে ব্যবহৃত তথ্য

- দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান
- স্বার্থের সংঘাত ও তহবিল অপসারণ
- দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ ও অর্জনে বাধা দান
- ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার
- প্রশাসন, কর আদায়, বিচার বিভাগসহ সরকারি কাজে বিধি বহির্ভূত অর্থ আদায়
- অনিয়ম প্রতিরোধে ও দুর্নীতি সংঘটনকারীর বিচার করতে সরকারের সামর্থ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা

সিপিআই ও টিআইবি

সিপিআই প্রণয়নে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করেনা। এমনকি টিআইবির গবেষণা বা জরিপ থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ টিআই-এ প্রেরিত হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। টিআই এর অন্যান্য দেশের চ্যাপ্টারের মতই টিআইবি দেশীয় পর্যায়ে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

- স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান;
- জনগণের মধ্যে সুশাসনের চাহিদা গড়ে তুলতে ১৯৯৬ সাল থেকে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন হিসেবে কাজ করছে;
- গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, নিরপেক্ষতা, সকলের সমান অধিকার চর্চা করে;
- কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ হয়ে কাজ করে না;
- এর সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকার বা এর কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়;
- গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে;
- পাঁচটি মূল কর্ম-খাত: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমি ও জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন;
- উল্লেখিত খাতগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন, নীতি-কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে;
- ঢাকার বাইরে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) গঠনের মাধ্যমে দেশের ৪৫টি অঞ্চলে (৩৮টি জেলা ও ৭টি উপজেলা) সক্রিয়;
- সারাদেশে রয়েছে প্রায় ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবক: সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন), ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপ, ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপ, ইয়াং প্রফেশনাল এগেইনস্ট করাপশন (ওয়াইপ্যাক) ও টিআইবি সদস্য।

টিআইবির চলমান সার্বিক কার্যক্রমের সহায়ক সংস্থাগুলো হলো: যুক্তরাজ্যের ফরেইন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও), সুইডেনের সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইজারল্যান্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১৯৩০৩২-৩৩, ৪৮১৯৩০৩৬, ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১৯৩১০১

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh